**জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কার প্রদান এবং**

**কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েব ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা ও**

**তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ কর্মসূচি**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১ শ্রাবণ ১৪২০, ১৬ জুলাই ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ ও

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিককে পুরস্কার প্রদান এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েব ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পূনর্গঠনে যে সকল সেক্টরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য খাত তার মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আজ আমরা দেশব্যাপী যে কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তুলেছি তার ধারণা জাতির পিতার ডায়েরি থেকেই প্রাপ্ত। জাতির পিতা সংবিধানে স্বাস্থ্যকে মৌলিক অধিকার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাতের যে বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন তা আজও অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রসংশিত।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে দেশব্যাপী ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। এর মধ্যে ১০ হাজার ৭২৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করি।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট এ ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। অপরাধ এ ক্লিনিকগুলো আওয়ামী লীগ সরকার তৈরী করেছিল। এ সকল ক্লিনিক থেকে হতদরিদ্র মানুষ বিশেষ করে গ্রামীণ মা ও শিশুরা স্বাস্থ্য সেবা পেত। বিএনপি জামাত জোটের এ হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ভেঙ্গে পড়ে। দীর্ঘ ৮ বছর সরকারি এ ক্লিনিকগুলোতে কোন তদারকি না থাকায় নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য কারণে ৯৯ টি ক্লিনিক সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরা এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ সালে ‘‘রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ'' প্রকল্প গ্রহণ করি এবং বিদ্যমান ১০ হাজার ৬২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু করি। নতুন করে কয়েক হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করি। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

আমরা ১৩ হাজার ২৪০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দিয়েছি। তাদের প্রত্যেককে তিনমাস করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৭ কোটির অধিক মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন।

সুধিবৃন্দ,

একজন সুস্থ মা সুস্থ শিশুর জন্ম দেয়। কমিউনিটি ক্লিনিক গর্ভকালীন ও পরবর্তী সময়ে মায়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দিচ্ছে। প্রয়োজনে উপজেলা হাসপাতাল থেকেও চিকিৎসকগণ কমিউনিটি ক্লিনিকে যাচ্ছেন। পরামর্শ দিচ্ছেন। বর্তমানে ২২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা চালু আছে। এসব ক্লিনিকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে। ঘরের পাশেই এখন একজন গর্ভবতী মা এসকল সেবা পাচ্ছেন যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল উদাহরণ।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি এ ক্লিনিকগুলোতে শৈশবকালীন অসুস্থতার জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা ও কাউন্সেলিং; ইপিআই, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ বিভিন্ন জটিল রোগ সনাক্তকরণ; উচ্চতর চিকিৎসাসেবার জন্য রেফার করাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এরফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হয়েছে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। ২০০১ সালে মাতৃমৃত্যু প্রতি লাখে ছিল ৩২০ যা ২০১০ সালের জরিপে ১৯৪-এ নেমে এসেছে ।

সুধিমন্ডলী,

কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েব ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আরও একধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। এই সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেট এবং ওয়েব পেজ ব্যবহার করে ঘরে বসেই চিকিৎসাসেবার বিভিন্ন বিষয়ে আপনারা জানতে পারবেন এবং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে আমরা ল্যাপটপ সরবরাহের কাজ শুরু করেছি। প্রত্যেকটি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ সরবরাহ করা হবে। ভবিষ্যতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোই হবে ঐ এলাকার তথ্য ভান্ডার। মা ও শিশুসহ সব রোগীর তথ্য থাকবে কম্পিউটারে। সব ধরনের রিপোর্টিং হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ফলে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যাবে।

আপনারা জানেন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো সরকার ও জনগণের যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়। এখানে আমরা বিল্ডিং তৈরী করে দিয়েছি। কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, স্বাস্থ্য সহকারি, পরিবার কল্যাণ সহকারি নিয়োগ দিয়েছি। উপজেলা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক আসার সুযোগ করে দিয়েছি। ঔষধ সরবরাহ করছি। বিভিন্ন রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য সহায়তা দিচ্ছি। জনগণ ক্লিনিকের জায়গা দিয়েছে। তাঁরা কমিউনিটি গ্রুপ এবং কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ তৈরী করে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করেছে। ক্লিনিকগুলো যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে সহায়তা করছে। আসুন, সকলে মিলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার এ অনন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করি। দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখি।

সুধিবৃন্দ,

শুধু কমিউনিটি ক্লিনিকই নয় এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমরা দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন সাধন করেছি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। তিন স্তর বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো গড়ে তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শক্তিশালী করেছি। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় এবং সকল জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করেছি। সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৫৬৮ থেকে ৫৯২-এ উন্নীত করেছি। বেসরকারি হাসপাতাল ২ হাজার ১৫৫ থেকে ৩ হাজার ১৯০-এ উন্নীত হয়েছে।

বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। আগারগাঁও-এ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। খুলনায় শেখ নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু করেছি। গোপালগঞ্জে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে বিশ্বমানের চক্ষু হাসপতাল স্থাপন করেছি। আমরা মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছি। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগ, ক্যান্সার, কিডনীসহ জটিল রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। কুর্মিটোলা ও খিলগাঁও-এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব একসিলেন্সে পরিণত করা হয়েছে।

আমরা ‘মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম' ও ‘লেকটেটিং মাদার ভাতা' চালু করেছি। বাড়ীতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা ও জটিল গর্ভবতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক ‘স্কিল বার্থ এটেনডেন্ট' প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৫০০ এর বেশী এটেনডেন্টকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আমরা তিন বৎসর মেয়াদী মিড ওয়াইকারী কোর্স চালু করেছি।  স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ আমরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে রোল মডেল। আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। রেমিন্টেস বাড়ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। প্রায় ৬.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসহ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি, আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব।

এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন, সকলে মিলে এ দেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে তুলে ধরি। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করি।

যে সকল কমিউনিটি ক্লিনিক আজ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়েব ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।